জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

০৪-১২-২০২৫ তারিখ বিকেল ৪:০০ টায় অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বিশেষ সভার কার্যবিবরণীর সংশোধিত উদ্ধৃতাংশ।

আলোচ্যসূচি নং-২

২০-১১-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা পর্ষদের ১৪০-তম সভার সুপারিশ বিবেচনা।

সিদ্ধান্ত ঃ

২০-১১-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা পর্ষদের ১৪০-তম সভার সুপারিশ নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করা হলো ঃ-

ক.৯) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা-২০২৫" সংশোধনীসহ অনুমোদন করা হলো (পরিশিষ্ট-৪)।

স্বাঃ/-রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জাবি।

স্মারক সংখ্যা : জাবি/রেজি/কা.শা/৩(২) তারিখ : ২৬-০১-২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :-

১. রেজিস্ট্রার(ভারপ্রাপ্ত), জাবি, সাভার, ঢাকা।
২. ডেপুটি রেজিস্ট্রার(টিচিং), রেজিস্ট্রার অফিস, জাবি, সাভার, ঢাকা।

২৬/০১/২০২৬

(মো. জাহাঙ্গীর সিকদার)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (কাউন্সিল)

পরিশিষ্ট-৪

০৩-৮-২০২৫ তারিখের শিক্ষা পর্ষদ ও ৪-৮-২০২৫ তারিখের সিন্ডিকেট সভায় গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ২০-১১-২০২৫ তারিখের শিক্ষা পর্ষদের ১৪০-তম ও ০৪-১২-২০২৫ তারিখের সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় অনুমোদিত।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা" রিভিউ করার বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করার জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন

ভূমিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা" রিভিউ করার বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করার জন্য গত ০৩.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা পর্ষদের বিশেষ সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৪.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১৪.০৮.২০২৫ তারিখে স্মারক সংখ্যাঃ রেজি/টিচিং/১৬২৯(২৫) নং পত্র মোতাবেক নিম্নলিখিতভাবে কমিটি গঠিত হয়েছে:

১.	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা)	সভাপতি
২.	অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন)	সদস্য
৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ মোজাম্মেল হক, ডিন, কলা ও মানবিকী অনুষদ	সদস্য
৪.	অধ্যাপক ড. মাহবুব কবির, ডিন (ভারপ্রাপ্ত), গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ	সদস্য
৫.	অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম, ডিন (ভারপ্রাপ্ত), সমাজবিজ্ঞান অনুষদ	সদস্য
৬.	অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার, ডিন (ভারপ্রাপ্ত), জীববিজ্ঞান অনুষদ	সদস্য
৭.	জনাব আবু সাঈফ মো. মুনতাকিমুল বারী চৌধুরী, ডিন (ভারপ্রাপ্ত), বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	সদস্য
৮.	অধ্যাপক ড. মোঃ রবিউল ইসলাম, ডিন (ভারপ্রাপ্ত), আইন অনুষদ	সদস্য
৯.	অধ্যাপক ড. আইরীন আক্তার, পরিচালক, আইবিএ-জেইউ	সদস্য
১০.	অধ্যাপক ড. রিসালা তাসিন খান, পরিচালক, আইআইটি	সদস্য
১১.	অধ্যাপত ড. শামীমা সুলতানা, পরিচালক, তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট	সদস্য
১২.	অধ্যাপক ড. মুহম্মদ নজরুল ইসলাম, পরিচালক, আইআরএস এন্ড জিআইএস	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক ড. মো. সোহেল রানা, সভাপতি, শিক্ষক সমিতি	সদস্য
১৪.	অধ্যাপক ড. এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, দর্শন বিভাগ	সদস্য
১৫.	অধ্যাপক ড. কে এম জাহিদুল ইসলাম, আইবিএ-জেইউ	সদস্য
১৬.	অধ্যাপক ড. শেখ আবু তাহের, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ	সদস্য
১৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ কাশেদুল ওহাব তুহিন, মার্কেটিং বিভাগ	সদস্য
১৮.	অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ	সদস্য
১৯.	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির, গণিত বিভাগ	সদস্য
২০.	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ	সদস্য
২১.	অধ্যাপক ড. নাহরিন ইসলাম খান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ	সদস্য
২২.	ড. মোঃ মিজানুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ	সদস্য
২৩.	অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. রাশিদুল আলম, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ	সদস্য-সচিব

M Tahir Z. Islam

কমিটির কার্যক্রম:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা" রিভিউ করার বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করার জন্য গঠিত কমিটি মোট ০৩ (তিন) টি সভায় (১৭.০৮.২০২৫, ২৮.০৮.২০২৫ ও ৩১.০৮.২০২৫) মিলিত হয়। প্রারম্ভেই এই কমিটির কার্যক্রম দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হবে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা রিভিউ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষকগণের পদোন্নতি নীতিমালা রিভিউ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কমিটি প্রথম পর্যায়ে প্রণীতব্য শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রস্তাব তৈরীর লক্ষ্যে সভাসমূহে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক) নিয়োগ নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে (ক) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদনপত্র আহ্বান, (খ) জমাকৃত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও প্রাথমিক নির্বাচন এবং (গ) সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তথ্যাবলী ও শর্তসমূহ সন্নিবেশ করার জন্য অদ্য ৩১.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রস্তাবিত নীতিমালা (সংযুক্ত) সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টভাবে দু'টি ধাপে সম্পন্ন করা হবে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথম ধাপে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে আবেদনকারী প্রার্থীগণের মধ্য থেকে ৫০% জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা এবং দ্বিতীয় ধাপে সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচন পর্ষদ কর্তৃক আহ্বানকৃত সাক্ষাৎকারে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা ও পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে ক্রম নির্ধারণ করা হবে হবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন হলে উভয় ধাপে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদের সমান সংখ্যক প্রার্থীকে বা প্রার্থীগণকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষক হিসাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, এই কমিটি দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের পদোন্নতি নীতিমালা প্রস্তুতপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট উপস্থাপন করবে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

M Hakim

Z. Islam

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২

"শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা - ২০২৫"

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে চলমান নীতিমালায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই নীতিমালা "শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা - ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

২. সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী এই নীতিমালায় 'শিক্ষক' বলতে পদ বলতে অনুষদের অন্তর্ভূক্ত বিভাগসমূহের বা ইনস্টিটিউটের 'প্রভাষক', 'সহকারী অধ্যাপক', 'সহযোগী অধ্যাপক' ও 'অধ্যাপক' পদ সমূহকে বোঝাবে।

৩. প্রভাষক পদে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হলে তিনি আবেদন করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৪. শিক্ষক পদে আবেদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রভাষক পদে প্রার্থীর/প্রার্থীগণের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি থাকার বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তবে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপক পদে অবশ্যই পিএইচ.ডি. ডিগ্রি থাকতে হবে।

৫. শিক্ষক পদে আবেদনের ক্ষেত্রে চাকুরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে, অন্যথায় তাঁর আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতা কোনোভাবেই শিথিল করা যাবে না এবং 'বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত শিথিলযোগ্য' বাক্যটি কোনভাবেই শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যাবে না।

৭. ক্ষেত্র বিশেষে এই নীতিমালার অতিরিক্ত বিধানাবলি: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন এই নীতিমালার বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে অর্থাৎ সঙ্গতিপূর্ণ বিবেচিত হলে, তা এই নীতিমালার অতিরিক্ত প্রযোজ্য বিধান হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপক পদে কর্মরত শিক্ষকগণের স্থায়ীকরণ/নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় উল্লিখিত শর্তসমূহের পরিবর্তে ২১-০১-১৯৮৯, ১৮-০৫-২০১৬ ও ১০-১২-২০১৬ তারিখের সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত নীতিমালা যথাযথভাবে প্রযোজ্য হবে ।

৮. সংশ্লিষ্ট আইন ও সংবিধির আলোকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রণীত নীতিমালার আওতায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটি দু'টি ধাপে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম ধাপে, যাচাই-বোছাইয়ের মাধ্যমে আবেদনকারী প্রার্থীগণের মধ্য থেকে শতকরা পঞ্চাশ (৫০%) জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং দ্বিতীয় ধাপে, সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচন পর্ষদ কর্তৃক আহ্বানকৃত সাক্ষাৎকারে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ক্রম নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন হলে উভয় ধাপে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদের সমান সংখ্যক প্রার্থীকে/প্রার্থীগণকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষক হিসাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়া ও প্রার্থী চূড়ান্তকরণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে:

ক) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদনপত্র আহবান:

i. সংশ্লিষ্ট অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহে/ইনস্টিটিউটে শিক্ষক পদে প্রার্থীগণের আবেদনের যোগ্যতা নিম্নরূপ:

অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ/ইনস্টিটিউটের নাম	প্রার্থীগণের আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা
জীববিজ্ঞান/গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ/আইআইটি/আইআরএস এন্ড জিআইএস	• এস.এস.সি/সমমান এবং এইচ.এস.সি/সমমান উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগ ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে জিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৪.৫০ থাকতে হবে। • স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম শ্রেণী ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৬০ থাকতে হবে
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ/আইবিএ-জেইউ	• এস.এস.সি/সমমান এবং এইচ.এস.সি/সমমান উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগ ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে ৪.৫০ এবং বাণিজ্য ও মানবিক শাখার ক্ষেত্রে ৪.২৫ থাকতে হবে। • স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম শ্রেণী ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৬০ থাকতে হবে
সমাজবিজ্ঞান/আইন অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ	• এস.এস.সি/সমমান এবং এইচ.এস.সি/সমমান উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগ ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে ৪.২৫ এবং বাণিজ্য ও মানবিক শাখার ক্ষেত্রে ৪.০০ থাকতে হবে। • স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম শ্রেণী ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে
কলা ও মানবিকী অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ/আইসিএলসি	• এস.এস.সি/সমমান এবং এইচ.এস.সি/সমমান উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগ ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে ৪.২৫ এবং বাণিজ্য ও মানবিক শাখার ক্ষেত্রে ৪.০০ থাকতে হবে। • স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম শ্রেণী ও গ্রেডিং পদ্ধতিতে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে।

ii. প্রাথমিক ধাপে বিভাগীয়/ইনস্টিটিউটের একাডেমিক সভায় শিক্ষক পদে আবেদনপত্রসমূহের বাছাই-এ নম্বর যোগের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রার্থীগণের শুধুমাত্র প্রথম স্নাতকোত্তর (এমএসসি/এমএস) ডিগ্রির ফলাফলই বিবেচিত হবে। তবে প্রাথমিক ধাপে বাছাইয়ের পর ৫০% জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোন আবেদনকারী প্রার্থীর অতিরিক্ত ডিগ্রী [স্নাতকোত্তর (এম.এসসি/এমএস)/ এমফিল/পিএইচডি] থাকলে তা দ্বিতীয় ধাপে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় মূল্যায়ন সাপেক্ষে সন্তোষজনক হলে সিলেকশন বোর্ড অধিকতর যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনায় নিতে পারবেন।

iii. বিভাগে/ইনস্টিটিউটে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান রাখার জরুরি প্রয়োজনে অর্গানোগ্রামে স্থায়ী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক পদের মধ্যে শুধুমাত্র অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩ অনুসরণ করে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভা, অনুষদ কমিটির সভা ও একাডেমিক কাউন্সিলে অনুমোদন সাপেক্ষে ডাউনগ্রেড করা যাবে, তবে অবশ্যই ন্যূনতম একটি করে স্থায়ী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদ রাখতে হবে।

খ. আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও প্রাথমিক নির্বাচন:

i. রেজিস্ট্রার অফিসের টিচিং শাখা জমাকৃত আবেদনপত্রসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে যথাযথ মন্তব্যসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে।
ii. রেজিস্ট্রার অফিসের টিচিং শাখা হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক একাডেমিক কমিটির সভায় নিয়ে আবেদনপত্রসমূহে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণা/শিল্পকর্মের পারদর্শিতা/প্রকাশনা ও অভিজ্ঞতায় পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ি প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রার্থীগণের মধ্য থেকে শতকরা পঞ্চাশ (৫০%) জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে সাত (০৭) কর্ম দিবসের মধ্যে রেজিস্টার অফিসের টিচিং শাখায় প্রেরণ করবেন। অন্যথায় প্রশাসনিকভাবে উক্ত বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
iii. আবেদনপত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতায় পরীক্ষার ফলাফল সনাতন পদ্ধতিতে উল্লেখ থাকলে (প্রথম বিভাগ/প্রথম শ্রেণী) তা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রূপান্তর নিদেশিকা অনুযায়ী GPA/CGPA-তে রূপান্তর করে নম্বর প্রদান করতে হবে।
iv. প্রাথমিক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থীর প্রকাশিত প্রবন্ধের Plagiarism জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 'Anti-Plagiarism Guideline-2021' মোতাবেক নিশ্চিত করতে হবে।
v. শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রসমূহের প্রাথমিক বাছাই-এ প্রার্থীর অনলাইনে/দূরশিক্ষণে/উইকেন্ড/ইভিনিং প্রোগ্রামে অর্জিত ডিগ্রী বিবেচনায় নেয়া যাবে না।
vi. প্রার্থীর অভিজ্ঞতা বলতে পূর্ণকালীন শিক্ষকতা/গবেষণার অভিজ্ঞতাকে বুঝাবে এবং কোন অবস্থাতেই প্রার্থীর খন্ডকালীন/চুক্তিভিত্তিক চাকুরীর অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচিত হবে না।
vii. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কর্মের অভিজ্ঞতা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১-০১-১৯৮৯ ও ১৮-০৫-২০১৬ তারিখের সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত নীতিমালা (প্রচলিত চাকুরী বিধি) মোতাবেক বিবেচিত হবে।

প্রাথমিক বাছাই পদ্ধতি:

প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীগণের অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রকাশনা ও অভিজ্ঞতার উপর নিম্ন ছকে লিখিত হারে নম্বর প্রদান করা হবে।

১.১ প্রভাষক পদের জন্য

i. অভিজ্ঞতা (শিক্ষকতা/গবেষণাকর্ম): "শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা - ২০২৫" এর ৬. উপধারা খ) vii. অনুযায়ী করা হবে।

ii. শিক্ষকতা/গবেষণাকর্মে অভিজ্ঞতা থাকলে সর্বনিম্ন ছয় (০৬) মাস থেকে সর্বোচ্চ চব্বিশ (২৪) মাস গণনা করা হবে।

	ডিগ্রী	প্রাপ্ত জিপিএ/সিজিপিএ	নম্বর বিন্যাস
প্রভাষক পদের জন্য	মাধ্যমিক (এস.এস.সি.)†১	৫.০০	৪.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি)†২	৫.০০	৬.০০
	স্নাতক (সম্মান)†৩	৪.০০	২০.০০
	স্নাতকোত্তর†৪	৪.০০	১০.০০
	প্রকাশনা†৫	প্রকাশনা থাকলে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) টি বিবেচনা করা হবে। ১. First Author এর ক্ষেত্রে ১টি প্রকাশনার জন্য প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্য নম্বর প্রদান করা হবে। ২. First Author না হলে প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্য নম্বরকে মোট Author সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নম্বর প্রদান করা হবে। ৩. দুই (০২) টি প্রকাশনার জন্য প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্য নম্বরকে ১.৫ গুণ দিয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর হিসাব করা হবে।	৩.০০
	অভিজ্ঞতা (শিক্ষকতা/গবেষণাকর্ম)†৬	অভিজ্ঞতা থাকলে গণনার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ছয় (০৬) মাস থেকে সর্বোচ্চ চব্বিশ (২৪) মাস গণনা করা হবে।	২.০
		মোট =	৪৫.০০

†১: মাধ্যমিক (এস.এস.সি.) পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ৪.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ৪.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪.০০÷৫.০০) = ০.৮ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×০.৮ = ৩.৬০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×০.৮ = ৩.২০ নম্বর দেয়া হবে।

†২: উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি) পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ৬.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ৬.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৬.০০÷৫.০০) = ১.২ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×১.২ = ৫.৪০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×১.২ = ৪.৮০ নম্বর দেয়া হবে।

†৩: স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ২০.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ২০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (২০.০০÷৪.০০)= ৫.০ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×৫.০ = ১৭.৫০ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×৫.০=১৭.০০ নম্বর দেয়া হবে।

†৪: স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ১০.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ১০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (১০.০০÷৪.০০)=২.৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×২.৫=৮.৭৫ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×৫.০=৮.৫০ নম্বর দেয়া হবে।

†৫: প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী নিম্ন ছকে লিখিত হারে নম্বর প্রদান করা হবে

Publications	নম্বর বিন্যাস
Peer-Reviewed Q1/Q2 Original Research Article	১.০০
Peer-Reviewed Q3/Q4 Original Research Article Peer-Reviewed Q3/Q4 Review Article Book Chapter/Book (Elsevier/John Wiley/Springer/ Nature/SAGE/Taylor & Francis/Rutledge/ Equivalent Nationally Reputed Impact-factored Journal	০.৫০
National/Local Journal Original Research Article	০.২৫

১) এক (০১) টি প্রকাশনার জন্য আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ ১.০০ পেলে ১.৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে অর্থাৎ ১.০০×১.৫ = ১.৫০ নম্বর ১.৫ দেয়া হবে।

২) এক (০১) টি প্রকাশনার জন্য আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ ০.৫০ পেলে ১.৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে অর্থাৎ ০.৫০×১.৫ = ০.৭৫ নম্বর দেয়া হবে।

৩) এক (০১) টি প্রকাশনার জন্য আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ ০.২৫ পেলে ১.৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে অর্থাৎ ০.২৫×১.৫ = ০.৩৭৫ নম্বর দেয়া হবে।

†৬: অভিজ্ঞতা (শিক্ষকতা/গবেষণাকর্ম)

অভিজ্ঞতা	নম্বর বিন্যাস	অভিজ্ঞতা	নম্বর বিন্যাস
২৪ মাস	২.০০	১২ মাস	১.০০
১৮ মাস	১.৫০	৬ মাস	০.৫০

১.২ সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য:

i. পিএইচ.ডি. ডিগ্রী থাকা বাধ্যতামূলক।

ii. অভিজ্ঞতা (শিক্ষকতা/গবেষণাকর্ম): "শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা - ২০২৫" এর ৬. উপধারা খ) vii. অনুযায়ী করা হবে।

iii. শিক্ষকতা/গবেষণাকর্মে অভিজ্ঞতা ন্যুনতম তিন (০৩) বছর থাকতে হবে।

iv. প্রকাশনা ন্যুনতম ৫ (পাচঁ) টি থাকতে হবে, তন্মধ্যে ২ (দুই) টিতে First Author হিসেবে থাকতে হবে

	ডিগ্রী	প্রাপ্ত জিপিএ/সিজিপিএ	নম্বর বিন্যাস
সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য	মাধ্যমিক (এস.এস.সি.)†১	৫.০০	৪.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি)†২	৫.০০	৬.০০
	স্নাতক (সম্মান) †৩	৪.০০	২০.০০
	স্নাতকোত্তর†৪	৪.০০	১০.০০
	প্রকাশনা†৫	প্রকাশনা ন্যুনতম ৫ (পাচঁ) টি থাকতে হবে, তন্মধ্যে ২ (দুই) টিতে First Author হিসেবে থাকতে হবে। ১. First Author এর ক্ষেত্রে ১টি প্রকাশনার জন্য প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্য নম্বর প্রদান করা হবে। ২. First Author না হলে প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্য নম্বরকে মোট Author সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নম্বর প্রদান করা হবো।	৫.০০
		মোট=	৪৫.০০

†১: মাধ্যমিক পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ৪.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ৪.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪.০০÷৫.০০) = ০.৮ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×০.৮ = ৩.৬০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×০.৮ = ৩.২০ নম্বর দেয়া হবে।

†২: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ৬.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ৬.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৬.০০÷৫.০০) = ১.২ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×১.২ = ৫.৪০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×১.২ = ৪.৮০ নম্বর দেয়া হবে।

†৩: স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ২০.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ২০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (২০.০০÷৪.০০)= ৫.০ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×৫.০ = ১৭.৫০ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×৫.০=১৭.০০ নম্বর দেয়া হবে।

†৪: স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ১০.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ১০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (১০.০০÷৪.০০)=২.৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×২.৫=৮.৭৫ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×৫.০=৮.৫০ নম্বর দেয়া হবে।

†৫: প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী নিম্ন ছকে লিখিত হারে নম্বর প্রদান করা হবে

Publication	নম্বর বিন্যাস
Peer-Reviewed Q1/Q2 Original Research Article	১.০০
Peer-Reviewed Q3/Q4 Original Research Article Peer-Reviewed Q3/Q4 Review Article Book Chapter/Book (Elsevier/John Wiley/Springer Nature/SAGE/Taylor & Francis/Rutledge/Equivalent Nationally Reputed Impact-factored Journal	০.৫০
National/Local Journal Original Research Article	০.২৫

MHakim Z. Islam

১.৩ সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য:

i. পিএইচ.ডি. ডিগ্রী থাকা বাধ্যতামূলক।

ii. অভিজ্ঞতা (শিক্ষকতা/গবেষণাকর্ম): "শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা - ২০২৫" এর ৬. উপধারা খ) vii. অনুযায়ী করা হবে।

iii. সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ন্যুনতম ৪ (চার) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ৭ (সাত) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

iv. প্রকাশনা ন্যুনতম ১০ (দশ) টি থাকতে হবে, তন্মধ্যে ৫ (পাঁচ) টিতে First Author হিসেবে থাকতে হবে।

	ডিগ্রী	প্রাপ্ত GPA/CGPA	নম্বর বিন্যাস
সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য	মাধ্যমিক (এস.এস.সি.)†১	৫.০০	২.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি)†২	৫.০০	৩.০০
	স্নাতক (সম্মান)†৩	৪.০০	২০.০০
	স্নাতকোত্তর†৪	৪.০০	১০.০০
	প্রকাশনা†৫	প্রকাশনা ন্যুনতম দশ (১০) টি থাকতে হবে, তন্মধ্যে পাঁচ (৫) টিতে First Author হিসেবে থাকতে হবে ১. First Author এর ক্ষেত্রে ১টি প্রকাশনার জন্য প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্য নম্বর প্রদান করা হবে। ২. First Author না হলে প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্য নম্বরকে মোট Author সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নম্বর প্রদান করা হবে।	১০.০০
		মোট=	৪৫.০০

†১: মাধ্যমিক পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ২.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ২.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪.০০÷৫.০০) = ০.৪ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×০.৪= ১.৮০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×০.৪ = ১.৬০ নম্বর দেয়া হবে।

†২: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ৩.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ৩.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৩.০০÷৫.০০) = ০.৬ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×০.৬= ২.৭০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×০.৬ = ২.৪০ নম্বর দেয়া হবে।

†৩: স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ২০.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ২০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (২০.০০÷৪.০০)= ৫.০ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×৫.০ = ১৭.৫০ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×৫.০=১৭.০০ নম্বর দেয়া হবে।

†৪: স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ১০.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ১০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (১০.০০÷৪.০০)=২.৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×২.৫=৮.৭৫ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×৫.০=৮.৫০ নম্বর দেয়া হবে।

†৫: প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী নিম্ন ছকে লিখিত হারে নম্বর প্রদান করা হবে

Publication	নম্বর বিন্যাস
Peer-Reviewed Q1/Q2 Original Research Article	১.০০
Peer-Reviewed Q3/Q4 Original Research Article Peer-Reviewed Q3/Q4 Review Article Book Chapter/Book (Elsevier/John Wiley/Springer Nature/SAGE/Taylor & Francis/Rutledge/Equivalent Nationally Reputed Impact-factored Journal	০.৫০
National/Local Journal Original Research Article	০.২৫

M Tahir Z. Islam

১.৪ অধ্যাপক পদের জন্য:

i. পিএইচ.ডি. ডিগ্রী থাকা বাধ্যতামূলক।

ii. অভিজ্ঞতা (শিক্ষকতা/গবেষণাকর্ম): "শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা - ২০২৫" এর ৬. উপধারা খ) vii. অনুযায়ী করা হবে।

iii. সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে ন্যুনতম ৫ (পাচঁ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ (বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

iv. প্রকাশনা ন্যুনতম ১৫ (পনের) টি প্রকাশনা থাকতে হবে, তন্মধ্যে ১০ (দশ) টিতে First Author হিসেবে থাকতে হবে।

	ডিগ্রী	প্রাপ্ত জিপিএ/সিজিপিএ	নম্বর বিন্যাস
অধ্যাপক পদের জন্য	মাধ্যমিক (এস.এস.সি.)†১	৫.০০	২.০০
	উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি)†২	৫.০০	৩.০০
	স্নাতক (সম্মান)†৩	৪.০০	১৮.০০
	স্নাতকোত্তর†৪	৪.০০	৭.০০
	প্রকাশনা†৫	প্রকাশনা ন্যুনতম ১৫ (পনের) টি থাকতে হবে, তন্মধ্যে ১০ (দশ) টি প্রকাশনায় First Author হিসেবে থাকতে হবে	১৫.০০
		মোট=	৪৫.০০

†১: মাধ্যমিক পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ২.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ২.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪.০০÷৫.০০) = ০.৪ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×০.৪= ১.৮০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×০.৪ = ১.৬০ নম্বর দেয়া হবে।

†২: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ৩.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থী জিপিএ ৫.০০ এর নিচে পেলে জিপিএ ৫.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ৩.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৩.০০÷৫.০০) = ০.৬ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: জিপিএ ৪.৫০ পেলে ৪.৫০×০.৬= ২.৭০ নম্বর দেয়া হবে; জিপিএ ৪.০০ পেলে ৪.০০×০.৬ = ২.৪০ নম্বর দেয়া হবে।

†৩: স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা:

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ১৮.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ২০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (১৮.০০÷৪.০০)= ৪.৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×৪.৫ = ১৫.৭৫ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×৪.৫=১৫.৩০ নম্বর দেয়া হবে।

†৪: স্নাতকোত্তর পরীক্ষা:

১) আবেদনকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ পেলে সর্বোচ্চ নম্বর ৭.০০ দেয়া হবে।

২) আবেদনকারী প্রার্থীর সিজিপিএ ৪.০০ এর নিচে হলে সিজিপিএ ৪.০০ জন্য প্রদেয় নম্বর ১০.০০ ধরে সমহারে, অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাপ্ত সিজিপিএ-কে (৭.০০÷৪.০০)=১.৭৫ দিয়ে গুণ দিয়ে নম্বর দেয়া হবে, যেমন: সিজিপিএ ৩.৫০ পেলে ৩.৫০×১.৭৫=৬.১২৫ নম্বর দেয়া হবে; সিজিপিএ ৩.৪০ পেলে ৩.৪০×১.৭৫=৫.৯৫ নম্বর দেয়া হবে।

†৫: প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনার মান/ধরণ অনুযায়ী নিম্ন ছকে লিখিত হারে নম্বর প্রদান করা হবে

Publication	নম্বর বিন্যাস
Peer-Reviewed Q1/Q2 Original Research Article	১.০০
Peer-Reviewed Q3/Q4 Original Research Article Peer-Reviewed Q3/Q4 Review Article Book Chapter/Book (Elsevier/John Wiley/Springer Nature/SAGE/Taylor & Francis/Rutledge/Equivalent Nationally Reputed Impact-factored Journal	০.৫০
National/Local Journal Original Research Article	০.২৫

'পরিশিষ্ট -২'

সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচন পষর্দ কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন

শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা ক্ষেত্রে স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর/দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর/এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রি/পোস্ট ডক্টোরাল অর্জন করলে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট গবেষণা কর্ম/শিল্পকর্ম/প্রতিবেদনের উপর প্রার্থীগণের Multimedia Presentation ও Presentation পরবর্তী প্রশ্নোত্তর, সুনির্দিষ্ট তত্ত্বীয় জ্ঞানের উপর Demonstration Class ও Class পরবর্তী প্রশ্নোত্তর এবং সার্বিক গবেষণা কর্ম, সার্বিক তত্ত্বীয় জ্ঞান ও বিশেষ দক্ষতা মূল্যায়নে মৌখিক পরীক্ষার উপর সিলেকশন বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ আলাদাভাবে নিম্ন ছকে লিখিত হারে নম্বর প্রদান করবেন। সিলেকশন বোর্ডের সম্মানিত সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের গড় নম্বর প্রার্থীর চূড়ান্ত প্রাপ্ত নম্বর হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচন পর্ষদ কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন: প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপক

বিভাগ:		পদ:		তারিখ:		
				জনাব ক	জনাব খ	জনাব গ
মূল্যায়নের ধরণ	নম্বর	মূল্যায়নের ভিত্তি	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট গবেষণা কর্ম/শিল্পকর্ম/প্রতিবেদনের উপর Multimedia Presentation ও Presentation পরবর্তী প্রশ্নোত্তর (সময় - ১৫ মিনিট)	১৫.০	স্লাইড তৈরী (৩টি) (সময় - ৫ মিনিট)	৩.০০			
		উপস্থাপনা (সময় - ৫ মিনিট)	৫.০০			
		প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তরের যথার্থতা মূল্যায়ন (সময় - ৫ মিনিট)	৭.০০			
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা ক্ষেত্রে তত্ত্বীয় জ্ঞানের উপর Demonstration Class ও Class পরবর্তী প্রশ্নোত্তর (সময় - ১০ মিনিট)	১০.০	উপস্থাপনা (সময় - ৫ মিনিট)	৫.০০			
		প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তরের যথার্থতা মূল্যায়ন (সময় - ৫ মিনিট)	৫.০০			
সার্বিক মৌখিক পরীক্ষা (সময় - ২৫ মিনিট)	৩০.০	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বিক গবেষণা/প্রতিবেদনভিত্তিক জ্ঞান (সময় - ১০ মিনিট)	১০.০০			
		সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বিক বিষয়ভিত্তিক তত্ত্বীয় জ্ঞান (সময় - ১০ মিনিট)	১৫.০০			
		বিশেষ দক্ষতা (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান/সফট্ স্কিলস যাচাই) (সময় - ৫ মিনিট)	৫.০০			
মোট	৫৫.০	মোট	৫৫.০০			

বিশেষজ্ঞ সদস্যের স্বাক্ষর

প্রথম ধাপে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে আবেদনকারী প্রার্থীগণের মধ্য থেকে ৫০% জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে দ্বিতীয় ধাপে সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচন পর্ষদ কর্তৃক আহ্বানকৃত সাক্ষাৎকারে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই এর মাধ্যমে ক্রম নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন হলে উভয় ধাপে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদের সমান সংখ্যক প্রার্থীকে বা প্রার্থীগণকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষক হিসাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, উভয় ধাপে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদের সমান সংখ্যক প্রার্থীকে/প্রার্থীগণকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষক হিসাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সিলেকশন বোর্ড/নির্বাচন পর্ষদ কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন: প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক

পদ:----------বিভাগ:----------তারিখ:----------

ক্রমিক নং	নাম	প্রথম ধাপে প্রাপ্ত নম্বর	দ্বিতীয় ধাপে প্রাপ্ত নম্বর	উভয় ধাপে প্রাপ্ত মোট নম্বর	মেধা ক্রম নং	চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষক
১.	জনাব ক					
২.	জনাব খ					
৩.	জনাব গ					

---
১. বিশেষজ্ঞ সদস্যের স্বাক্ষর

---
২. বিশেষজ্ঞ সদস্যের স্বাক্ষর

---
৩. বিশেষজ্ঞ সদস্যের স্বাক্ষর

---
৪. উপাচার্য ও সভাপতি